



267380 - শিশু ক্যান্সার হাসপাতালে যাকাতের অর্থ প্রদান করার বধিান

প্রশ্ন

শিশু ক্যান্সার হাসপাতালে যাকাতের অর্থ প্রদান করা কি জায়যে আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যাকাতের খাতসমূহ: যাকাত প্রদানরে খাতগুলো সুনরিদ্ষিট। আল্লাহ্ নজিহে কুরআনে কারীমে সে খাতগুলো উল্লেখ করছেন। যযে ব্যক্ৰ্তি উক্ৰ খাতগুলো ব্যতীত অন্য কোনে খাতে যাকাত প্রদান করবে তার যাকাত আদায় হবে না।

তার উচতি হবে এ যাকাত পুনরায় আদায় করা এবং শরযিত অনুমোদতি কোনে খাতে প্রদান করা।

যাকাতের খাতগুলো জানতে [46209](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

হাসপাতাল প্রতিষ্টিা করা, হাসপাতালরে ডকেরোরশেন করা, যন্ত্রপাতি ক্রয় করা- যাকাতের খাতরে মধ্যে পড়ে না। দেখুন: [212183](#) নং ও [224651](#) নং প্রশ্নোত্তর।

যযে ব্যক্ৰ্তি কোনে হাসপাতালরে ফান্ডে যাকাত প্রদান করছে সেটো শরযিত অনুমোদতি খাতে ব্যয় করা হয়েছে কনি- তা নশিচতি হওয়া খুবই দুষ্কর। হতে পারে সেটো হাসপাতালরে ডকেরোরশেনরে খাতে, হাসপাতাল সম্প্রসারণে, যন্ত্রপাতি ক্রয় করা, কর্মচারীদরে বতেন-বোনাস দয়ো কথিবা ধনী-গরীব, মুসলমি-অমুসলমি নরিবশিযে সকল রোগীর মাঝে বলিক্ৰিত ঔষধ ক্রয়রে পছিনে ব্যয় করা হয়েছে।

রোগে হলহে মানুষ যাকাত গ্রহণ করার হকদার হয় না; বরং যাকাত নতিহে হলহে সে মানুষকে ফকরি কথিবা মসিকীন (যার প্রয়োজন পূরণরে মত সম্পদ নেই) হতে হবে কথিবা তাকে হাসপাতালরে কাছে ঋণী হতে হবে; তখন তাকে যাকাত থেকে এ ঋণ পরশিোধ করার মত অর্থ দয়ো যাবে। অবশ্যই সে রোগীকে মুসলমি হতে হবে।

তাই...



হাসপাতালে যাকাত দলি সটো আপত্ত মুক্ত নয়। এভাবে যাকাত পরশিোধকারী শরয়িত অনুমোদতি খাতে যাকাত পরশিোধ করতে পারল কনি সটো স নশ্চিতি হতে পারে না?

ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেগণকে প্রশ্ন করা হয়:

“কিং ফয়সাল বশিযোয়তি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষরে সংযুক্ত পত্রটি সদয় দ্রষ্টব্য। উক্ত পত্রে তারা হাসপাতালরে ‘চারটি ফান্ড’ এর জন্য সাহায্য চাচ্ছেন। যে ফান্ডটি অভাবী ও দরদির রোগীদের জন্য খাস; যে সকল রোগী চিকিৎসা খরচ এবং রোগী ও রোগীর সহযাত্রীরয়িদে অবস্থানকালীন খরচ মটোতে অক্ষম; যারা সটোদি আরবরে নানা অঞ্চল থেকে এসে থাকে। আপনারা কি এই ফান্ডে যাকাতরে অর্থ প্রদান করা জায়যে মনে করেন? এ বযিয়ে আমাদেরকে অবহতি করবনে। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দিন এবং আমাদের ও আপনাদের আমলগুলোকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খালসে করে ননি।

জবাবে তাঁরা বলনে:

এ ধরণরে ফান্ডে যাকাতরে অর্থ প্রদান করাটা আমরা জায়যে মনে করি না। এ ফান্ডরে সুবধিভোগীরা শরয়িত নর্ধারতি যাকাতরে খাতগুলোর অন্তর্ভুক্ত হবে সে নশ্চিততা ও আস্থা না থাকার কারণে।

আল্লাহই উত্তম তাওফকিদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাথীবর্গরে প্রতী আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

গবষণা ও ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটিরি।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি কুয়ুদ, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গাদইয়ান”[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মি (৯/৪৩৭, ৪৩৮)]

এ প্রশ্নটি এমন একটি ফান্ড সম্পর্কে করা হয়ছিল যে ফান্ড গরীব ও অভাবীদের জন্য খাস। কিন্তু, সুবধিভোগীদের দরদির হওয়ার বযিয়টি বিশেরিভাগ ক্ষেত্রে নশ্চিতি হতে না পারার প্রক্ষেতি এ ফতোয়া এসছে। কেননা যাকাত প্রদানকারীর কাছে এবং উক্ত ফান্ডরে দায়িত্বশীলদের কাছে সুবধিপ্রার্থীরা অচনো মানুষ। তাই যাকাত তার নর্ধারতি খাতে প্রদান করা হল কনি সটো নশ্চিতি হওয়া সম্ভব নয়।

দুই:

যদি এ খাতে যাকাতরে কিছু অর্থ প্রদান করা ব্যতীত যাকাত প্রদানকারীর অন্তর প্রশান্ত না হয় তাহলে তনি নজি হাসপাতালে গিয়ে রোগীর খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের মধ্যে যে রোগী অভাবী, যাচাই-বাছাই করে নজি হাতে তাকে কিংবা তার



অভিভাবককে যাকাতরে অর্থ দিতে পারনে, যদি অভিভাবকরো রোগীর পছেনে খরচ করে থাকে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।